সারাংশ

‘শৈলী, পাঠকের বোধগম্যতা এবং তাত্ত্বিক অনুসন্ধান: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত কথাসাহিত্য’

গবেষক: পারমিতা দাস, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের শৈলী সংক্রান্ত গবেষণার পথ সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধশালী। কিন্তু পাঠকের সংশ্লিষ্ট বোধের বিষয়টি এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি সেগুলি পাঠক কীভাবে বুঝতে পারেন, সেটিও সমগুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা এবং একটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। Critical Discourse Analysis বা CDA পদ্ধতি ও বোধগত শৈলীবিজ্ঞান (Cognitive Stylistics)-এর বিভিন্ন তত্ত্ব অবলম্বন ক’রে গবেষণার কাজটি করা হয়েছে।

গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। সন্দর্ভের দশটি অধ্যায়ের মধ্যে চারটি অধ্যায়ে নবনীতার কলমে সৃষ্ট চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ান, বিচ্যুতি, সমান্তরতাসহ বিবিধ আখ্যানকৌশলের বৈশিষ্ট্য কেমন, তা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গল্প উপন্যাসের প্রসঙ্গের নিরিখে সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশটি অধ্যায়ের মধ্যে অন্য চারটি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে পাঠক কীভাবে উক্ত শৈলীগত উপাদানের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য তাঁর বোধের আওতায় এনে সেগুলির অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া (cognitive process) ও বোধগত কাঠামো (cognitive structure)-র বিবর্তন বিশ্লেষিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শৈলীর বোধগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে আছে শৈলীগত উপাদানের প্রয়োগবৈচিত্র্যে প্রতিফলিত ideology-র সন্ধান। পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও বোধগত কাঠামোর বিবর্তন যথাসম্ভব অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র গবেষণায় ক্রমশ স্পষ্ট হয় যে একেকটি গল্প কিংবা উপন্যাসের অন্তর্গত শৈলীগত উপাদানের সাহায্যে লেখিকা কীভাবে পাঠকের মনে সাড়া জাগাতে চেয়েছেন।

লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগসেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখকের অবদান যতখানি, একজন পাঠকের ভূমিকাও যে ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ, তা সন্দর্ভের একেবারে শেষ পর্যায়ে সমগ্র গবেষণার

ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখকের সৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠকের বোধগত স্তর যদি সক্রিয় হয়, তবেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়।

বর্তমান গবেষণায় আন্তর্বয়ান এবং পাঠকের আন্তর্বয়ান সংক্রান্ত বোধ বিষয়ে তাত্ত্বিক সম্প্রসারণের অবকাশ পরিলক্ষিত হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বর্তমান গবেষণা ভবিষ্যতে কোনও পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্ত (empirical data) নির্ভর গবেষণার প্রেক্ষাপটে তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আন্তর্বয়ানকে কেন্দ্র করে যেসব তাত্ত্বিক ভাবনার ও তাত্ত্বিক সম্প্রসারণের অবকাশ রচিত হয়েছে, সেগুলিও পরবর্তী কোনও শৈলীনির্ভর গবেষণায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।